৬/৮/২০০১

যুগান্তর

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

অচল পটুয়াখালী বিশ্ববিদ্যালয়

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেন শনির দশায় পাইয়াছে। ছাত্র ধর্মঘটের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম অচল হইয়া পড়া এবং অশান্তির আশঙ্কায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণার পর এখন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। এই বন্ধ ঘোষণার সহিত অবশ্য ছাত্র রাজনীতি আদৌ জড়িত নয়; যদিও দৃশ্যত বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ব্যাপক ভাংচুরের কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছে। আগামী ১৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাপনী পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হইবার কথা ছিল। এই পরীক্ষা লইয়া অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় ছাত্ররা মারমুখী হইয়া ওঠে এবং ব্যাপক ভাংচুরে লিপ্ত হয়। ঘটনার পিছনের ঘটনা হইল বিশ্ববিদ্যালয়টি কলেজ থাকাকালে এখানে পঞ্চম ব্যাচের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হইয়াছিল। গত বৎসর কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইলে তাহাদেরকে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদালয়ের আওতা হইতে স্থানান্তর করিয়া পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনা হয়। ছাত্ররা দাবি করিতেছে যে, যেহেতু তাহারা ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভর্তি হইয়াছিল অতএব তাহাদের চূড়ান্ত পরীক্ষার সার্টিফিকেটও ঐ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দিতে হইবে। ইহা লইয়া সৃষ্ট জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে আসন্ন পরীক্ষা বাতিল হইবার গুজব এই অশান্তি ডাকিয়া আনিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা এবং সেই কারণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে গিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে কিছু কিছু জটিলতা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এই জটিলতাগুলি নিরসন করা সাধ্যের বাহিরে বলিয়া আমরা মনে করি না। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ব্যাচের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা একদিনে সৃষ্টি হয় নাই। প্রাথমিক অবস্থায় আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করিলে হয়তো বর্তমান অচলাবস্থা এড়ানো যাইত। তবে ছাত্রদের দাবির পিছনে যত যুক্তিই থাকুক না কেন, তাহাদের পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাণ্ডব চালাইবার বিষয়টি সমর্থন করা যায় না। আমরা কথায় কথায় নিজের হাতে আইন তুলিয়া না লইবার জন্য অন্যকে সবক দিয়া থাকি। অথচ দেশের অন্যতম শীর্ষ বিদ্যাপীঠে শেষ বর্ষের ছাত্ররা নিজেদের হাতে আইন তুলিয়া লইয়া এমন কাণ্ড শুরু করিল যে, শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করিতে হইল। এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধৈর্যহীনতার পরিচয় প্রদান জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। দেশ এখন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করিতেছে। এই সময়ে সকলের উচিত সংযম প্রদর্শন করা, যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে জাতীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়া নূতন গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হইতে পারে। এহেন পরিস্থিতিতে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাইতেছি, যাহাতে সেইখানে অচিরেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে।